গাংনীতে মামীর জমির ফসল নষ্ট করার অভিযোগ ভাগ্নেদের বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার মোমিনপুর মাঠে হতদরিদ্র বিধবা মামীর ৮ শতক জমির কলাই বিষ স্প্রে করে মেরে দিলেন ভাগ্নেরা। একমাত্র সম্বল ৮ শতক জমির কলাই মারা যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন অসহায় দিনমজুর রেহেনা খাতুন।

অসহায় রেহেনা খাতুন গাংনী উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের মৃত বাবুল মোল্লার স্ত্রী। সোমবার (২৯ আগষ্ট) দিবাগত রাতের কোনো এক সময় বিষ স্প্রে করার এ ঘটনা ঘটে।

রেহেনা খাতুন জানান, প্রতি মৌসুমেই আমার এই জমির ফসল কর্তনসহ বিষ স্প্রে করে নষ্ট করে দেয় প্রতিপক্ষরা। গোয়াল গ্রামের মৃত দিনু মোল্লার ছেলে সিদ্দীকুর রহমানের নেতৃত্বে রহিদুল ইসলাম, মহিদুল ইসলাম, সিদ্দিকুর রহমান,মাহাজ্জুল ইসলাম, মোফাজ্জেল হক দুলু, তাহাজ আলী এই আবাদি জমির ক্ষেত ও গরুর জন্য লাগানো ঘাষ বিষ প্রয়োগ করে নষ্ট করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, স্বামী মৃত্যু বরণ করার পর থেকে জমি দখল নেওয়ার চেষ্টায় তারা এভাবে অত্যাচার করছে। এঘটনায় মামলা দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন রেহেনা।

মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ জানান, বিষয়টি আমি অবগত আছি। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে আলোচনা করে সমাধান করার আশ্বাস দেন তিনি

মেহেরপুর স্বাস্থ্য বিভাগের

অভিযানে নাসির টোব্যাকো কোম্পানির উপহার জব্দ

বিভিন্ন সিগারেট কোম্পানী বিক্রি বাড়াতে দোকানদারদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপহার সামগ্রী প্রদান করে থাকে। যা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারপরেও কোম্পানীর পক্ষ থেকে খুচরা দোকানদারদের জন্য দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পুরস্কার।

আজ মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) সকালের দিকে মেহেরপুর শহরে অভিযান চালিয়ে নাসির টোব্যাকো কোম্পানির এস,আর হানিফের নিকট থেকে খুচরা দোকানদের জন্য পুরুস্কার মগ, প্লেট, ও কাপ জব্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্দ্যোগে স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। স্যানিটারী ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম জানান, সিগারেটের পুরুস্কার হিসাবে বাবলু দোকানদারকে দেওয়ার জন্য মগ, প্লেট, ও কাপ নিয়ে যাচ্ছিল। সরকারিভাবে নিষিদ্ধ থাকায় এগুলো জব্দ করা হয়।

মেহেরপুরে চেক ডিজঅনার মামলায় শশুরের এক বছর কারাদণ্ড, তিন কোটি টাকা জরিমানা

জামাইয়ের দায়ের করা চেক ডিজঅনার মামলায় শশুর আনোয়ারুল ইসলামকে এক বছর কারাদন্ড ও তিন কোটি টাকা অর্থদন্ড দিয়েছে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালত।

আজ মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) দুপুরের দিকে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিজ্ঞ বিচারক এইস এম কবির হোসেন এ আদেশ দেন।

দন্ডিত আনোয়ারুল ইসলাম গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত নুরুল হক বিশ্বাসের ছেলে। আর বাদী তার জামায় একই গ্রামের হাজী

আমিনুল ইসলামের ছেলে বর্তমানে কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, শশুর আনোয়ারুল ইসলাম ও জামাই মিজানুর রহমান রানা (চেয়ারম্যান) এক সাথে ব্যবসা করতেন। ব্যবসায়ীক লেনদেনের কারনে শশুরের কাছে জামাই ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা পাওনা হয়। পরে এই পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য দন্ডিত আনোয়ারুল ইসলাম ০৮/০৬/২০২০ তারিখে তার নিজ নামীয় জনতা ব্যাংখ লিমিটেড, মেহেরপুর শাখার চলতি হিসাব নং ১৪৬১/৩ একটি চেক প্রদান করেন জামাই মিজানুর রহমান রানাকে। ০৮/০৬/২০২০ তারিখে নগদায়নের জন্য চেকটি ওই ব্যাংকে দিলে ওই হিসাব নং এ টাকা নেই বলে জানিয়ে ডিজঅনার সার্টিফিকেট দেই ব্যাংক।

বিষয়টি তার শশুরকে জানালে তিনি দু:খ প্রকাশ করে এক সপ্তাহ সময় নেন। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন সময় নিয়ে ঘোরানো। পরে ১১/০৬/২০২০ তারিখে আসামির বিরুদ্ধে বিধানমতে ডাকযোগে একটি নোটিশ প্রদান করেন। এছাড়া চেকের টাকা পরিশোধ করে চেকটি ফেরত অথবা বাতিল করার অনুরোধ করে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকে ১৪/০৬/২০২০ এনআই এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা মতে লিগ্যাল নোটিশ প্রকাশিত হয়।

কোনো জবাব না দেওয়ায় নেগোটিয়্যাবল ইন্সটুমেন্ট এ্যাক্ট ১৮৮১ এর ১৩৮(১)(খ) ধারায় মামলাটি করেন বাদী তার জামাই মিজানুর রহমান রানা।যার সেসন মামলা নং ৮৬/২০ ইং। মামলায় তিন জন স্বাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।

মামলার বাদী কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, এই রায়ে আমি সন্তুষ্ট। এই রাইয়ের মাধ্যমে আদালতে আইন সবার জন্য সমান প্রমান করেছে।

মামলায় বাদী পক্ষের আইনজীবি ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লভ ভট্টচার্য ও আসামি পক্ষের আইনজীবি ছিলেন অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান।

গাংনীতে ৮ জুয়াড়িকে অর্থদন্ড করলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার ১৭৫২ টাকা, জুয়া খেলায় ব্যবহৃত তাসসহ ৮ জুয়াড়িকে আটক করেছেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম।

সোমবার (২৯ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে তেরাইল বাজারের একটি দোকানের মধ্যে জুয়া খেলা অবস্থায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

আটকরা হলেন, এ উপজেলার তেরাইল গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে সুমন হোসেন (৩৫), জাকিরুল ইসলাম (২৭), মৃতু নুরনবীর ছেলে আরিফুল ইসলাম(২০), কাবরান আলীর ছেলে রাজিব হোসেন (২০), মৃতু নবিছদ্দীনের ছেলে মিন্টু হোসেন (৩৫), আব্দুল হামিদের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩২), মিনারুল ইসলামের ছেলে বিপ্লব হোসেন (২৫) ও আনারুল ইসলামের ছেলে মহিবুল ইসলাম (২২)।

আজ মঙ্গলবার (৩০ আগষ্ট) দুপুরের আটকদের ভ্রাম্যমাণ আদালতে নিলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম তাদের বঙ্গিয় জুয়া আইন ১৮৬৭ এর ৪ ধারায় ৬০০ টাকা অর্তদন্ড করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জুয়া খেলা অবস্থায় এসব জুয়াড়িদের নগদ টাকা ও তাসসহ আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে নিলে তাদের অর্থদন্ড করে ছেড়ে দেওয়া হয়। ভবিষ্যাতে আর কখনো এ খেলা খেলবেনা বলেও মুচলেকা দেন তারা।

উস্কানিমূলক ৬ ভিডিও সরাতে

হাইকোর্টের নির্দেশ

উস্কানিমূলক ও জনজীবনে অস্থিরতা তৈরি করে এমন ভুয়া সংবাদ ও ৬ টি ভিডিও ফেসবুক ও ইউটিউব থেকে সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নির্দেশ পালন করতে ফেসবুক-ইউটিউব কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে (বিটিআরসি) বলা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত বিষয়ে করা রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি মো. ইকবাল কবীরের সমন্বয় গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

রিটের পক্ষে শুনানি করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আরাফাত হোসেন খান।

এর আগে গত ২১ আগস্ট আইনজীবী নিলুফার আনজুম ও ব্যারিস্টার আশরাফুল ইসলামের পক্ষে এ লিগ্যাল নোটিশ পাঠান ব্যারিস্টার আরাফাত হোসেন খান। পরে এ বিষয়ে রিট দায়ের করেন।

রিটে উসকানিমূলক ও জনজীবনে অস্থিরতা তৈরি করে এমন ভুয়া সংবাদ ও ভিডিও সরিয়ে ফেলতে ফেসবুক ও ইউটিউবকে নির্দেশনা দিতে আর্জি জানানো হয়।

ফেসবুক ও ইউটিউব বাংলাদেশের পাবলিক পলিসি বিষয়ক প্রধান শাবনাজ রশিদ দিয়া, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক, পুলিশের মহাপরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়।

রিটে উল্লেখ করা হয়ে, তারা অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়াতে উসকানিমূলক পোস্টের ওপর নজর রাখতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা এবং জনজীবনের শৃঙ্খলার জন্য হুমকি। ভুয়া তথ্য রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করেছে, যা সংবিধানের ২৭,৩১,৩৮ এবং ৪৪ ধারার লঙ্ঘন। বাংলাদেশের টেলিকমিউনিকেশন আইনের ৩০, ৬৪, ৭৬, ৯৭এ-এর ধারা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর ৮, ১৩, ১৬,২৫ ধারা লঙ্ঘন হয়েছে। লঙ্ঘিত হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৪৬ ধারাও।

আরও বলা হয়, সম্প্রতি দেখা গেছে ফেসবুক ও ইউটিউব তাদের নজরদারি

কৌশল পুরোপুরি অনুসরণ করছে না। বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা বেশি ঘটছে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা এবং দেশে অস্থিরতা তৈরির উদ্দেশ্যে এমন কাজ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রচুর ভুয়া সংবাদ, কনটেন্ট, ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। এতে করে অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীর সম্মানহানি হচ্ছে। পররাষ্ট্রনীতির অনেক স্পর্শকাতর তথ্যের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে সম্প্রচারের কারণে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বাংলাদেশেরও।

লিগ্যাল নোটিশে আরও বলা হয়, করোনা পরবর্তী সময়ে ও রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে পুরো বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে।। বিশ্ব অর্থনীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। পশ্চিমা দেশসহ বেশ কিছু দেশ মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব সমস্যা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধির মতো সমস্যায় জর্জরিত। সারাবিশ্বেই এখন অস্থিরতা তৈরিতে ফেসবুক ও ইউটিউবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গুজব ও ভুয়া খবর।

জীবননগরে অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

জীবননগরে অতিরিক্তি দামে সার বিক্রি করায় এক বিসিআইসি ডিলারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

সোমবার দুপুরে জীবননগর হাসপাতাল গেটের সামনে মেসার্স হক ট্রেডার্সকে এই জরিমানা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিসিআইসি সারের ডিলার মেসার্স হক ট্রেডার্সের বিরুদ্ধে অতিরিক্তি দামে সার

বিক্রির অভিযোগ ছিল।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ১১০০ টাকা বস্তার ইউরিয়া সার ১২৫০ টাকায়, ১১০০ টাকার টিএসপি সার ১৭০০ টাকায় এবং ৮০০ টাকার ডিএপি ৯৫০ টাকায় বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাই বিসিআইসি সারের ডিলারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪০ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত দামে সার বিক্রির দুটি রশিদ বই জব্দ করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

ঝিনাইদহে ভূয়া মেডিকেল সার্টিফিকেট বিক্রির দায়ে জরিমানা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ভূয়া ডিএমএফ (ডক্টর অব মেডিকেল ফ্যাকাল্টি) সার্টিফিকেট বিক্রি ও চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণার অভিযোগে লাইফ সাইন্স মেডিকেল টেকনোলজি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুরে শহরের ফয়লা এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন। এ সময় কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলমগীর হোসেন, আবাসিক মেডিকেল অফিসার মাজহারুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন জানান, দীর্ঘদিন ধরে লাইফ সাইন্স মেডিকেল টেকনোলজি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর মালিক বিশ্বাস রাজীব কিশোর ভূয়া ডিএমএফ সার্টিফিকেট বিক্রি ও বিজ্ঞাপন

দিয়ে মানুষের সাথে প্রতারণা করছিল।

এমন অভিযোগ পেয়ে সেখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

ঢেউটিন চুরির ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় পাল্টা - পাল্টি অভিযোগ ছাত্র /শিক্ষকদের

ঢেউটিন চুরির ঘটনায় কোটচাঁদপুর সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রী কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা পাল্টা-পাল্টি অভিযোগ করেছেন থানায়।

এ ঘটনায় সোমবার সকালে দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেন থানা পুলিশ। এতে করে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ছাত্রলীগ নেতারা।

কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মারুফ হোসেন বলেন,গেল ১৯ আগষ্ট কলেজের সাইকেল শের্ড থেকে ঢেউটিন চুরির ঘটনা ঘটে। বিষয়টি অধ্যক্ষকে জানালে,তিনি ২ দিনের মধ্যে ব্যাবস্থা নিবেন বলে আশ্বাস দেন। এরপর তিনি ওই চোরদের সনাক্ত করে টিন উদ্ধার করে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের ছেড়ে দেন।

পরে এ বিষয়ে জানতে যায় কলেজের ছাত্র লীগ নেতা নয়ন,মানিক ও আমি। এ সময় কথা বলার একপর্যায়ে কলেজর শিক্ষক গোলাম মোস্তফা গালি দিয়ে আমার দিকে তেড়ে এসে,কলার চেপে ধরে মারপিট করেন।

তিনি বলেন, ওই ঘটনায় ওইদিনই কলেজর অধ্যক্ষ অনুতোষ কুমার ও গোলাম মোস্তফার নামে অভিযোগ করা হয় থানায়। এরপরও ওই টিন চোর ও স্যারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ২৮ আগষ্ট কলেজে মানববন্ধন করা হয়েছে।

২৯ তারিখ ছিল আমাদের ওই স্যারের অপসারন ও চোরের বিচারের দাবিতে

[redacted]

[redacted]

অবস্থা সাধারণ মানুষের। এ নিয়ে গত কয়েকদির তুমুল আলোচনা- সমালোচনার পর জ্বালানি তেলের দাম সমন্বয়ের পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে সরকার।

গাংনী উপজেলা ব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছে ছোট খাটো সংঘর্ষ

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পারিবারিক কলহ, জমি সংক্রান্ত বিরোধ, মামলা মকদ্দোমাসহ নানা কারনে ছোট খটো সংর্ঘষ ছড়িয়ে পড়েছে।

একদিনে এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্ঠ ছোট খাটো ১৩ টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসব সংঘর্ষে নারী পুরুষসহ প্রায় ১৫ জন আহত হয়েছেন। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কেউ কেউ ভর্তি হয়েছেন। আবার কয়েকজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগ এ সূত্র নিশ্চিত করেছেন। ২৮ আগষ্ট রবিবার দিনের বিভিন্ন সময়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের রুহুল আমীনের স্ত্রী পারভীনা খাতুন (৪০), শহিদুল ইসলামের স্ত্রী হানুফা খাতুন (৫০), ছেলে ফিরোজ আহম্মেদ (২৫), সহড়াতলা গ্রামের আবেদ আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৫), মালশাদহ গ্রামের মেহেরুল্লাহর ছেলে মোশাররফ হোসেন (১৫), মাইলমারী গ্রামের আবুল কালাম আজাদের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৪০), চৌগাছা গ্রামের মুরাদ আলীর স্ত্রী রেকছোনা খাতুন (৪০), হেমায়েতপুর গ্রামের সজীব হোসেনের স্ত্রী সালমা খাতুন (২০), রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের চাঁদ আলীর স্ত্রী কাবি খাতুন (৬০), বানিয়াপুকুর গ্রামের আব্দুল হান্নান (৮৫) ও তার ছেলে মহিবুল ইসলাম (৩৫), গোপালনগর গ্রামের গঞ্জের আলীর ছেলে উজ্জল হোসেন (৩৫), কাজিপুর গ্রামের মোতাহার হোসেনের ছেলে লিটন হোসেন (৪৫) ও ভাটপাড়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে শাকিল হোসেন (২৩)।

আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার রাইহান বলেন, আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্রের আঘাত ও লাঠিশোঠা দিয়ে মারের আঘাত রয়েছে।

উন্নয়ন কর্মী ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দীন বলেন, নৈতিকতার দিকে মানুষ এখন দিন দিন নিগামী হচ্ছে। ছোট খাটো বিষয় নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছেন। একে অপরের রক্ত ঝরাচ্ছেন। এটা সামাজিক অবক্ষয়ের একটি দিক বলেছেন তিনি। এটা থেকে উত্তরণ পেতে সবাইকে প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেককে শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীল হতে হবে। এছাড়া প্রশাসনিকভাবেও খারাপ মানুষের উপর আইনের প্রয়োগ করতে হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, তুচ্ছ ঘটনা, জমি সংক্রান্ত বিরোধ পূর্ব শত্রতাসহ নানা বিধ কারনে এ উপজেলার মানুষ জন ছোট খাটো সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এখানে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। সব যায়গায় আইন প্রয়োগ করে তো সামাজিক শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সমাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।